মেহেরপুরে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সভা আজ মঙ্গলবার (২৮ মে) দুপুরে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান।

আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মুফতি মোঃ সাদিকুর রহমান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান।

এছাড়াও এসময় জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার মাওঃ মোঃ আঃ হামিদ,ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ধর্ষণ মামলায় ইউপি চেয়ারম্যানের যাবজ্জীবন

ধর্ষণ মামলায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় দিয়েছে ঝিনাইদহের আদালত।

আজ মঙ্গলবার (২৮ মে) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচার মোঃ মিজানুর রহমান এই রায় দেন। মামলায় আরেক আসামি নজরুল ইসলামের দোষ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস প্রদান করা হয়েছে।

খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদ সদর উপজেলার নরহরিদ্রা গ্রামের খন্দকার আমিরুজ্জামানের ছেলে।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানাগেছে, ২০২২ সালের ১৫ এপ্রিল বিচারের জন্য ভুক্তভোগী নারী চেয়ারম্যান ফরিদের কাছে গেলে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে ওই নারী ১৯ এপ্রিল ঝিনাইদহ সদর থানায় বাদী হয়ে চেয়ারম্যান ও তার গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নেন চেয়ারম্যান ফরিদ। পরবর্তীতে ডিএনএ টেস্টে ফরিদের সম্পৃক্তা ধরা পড়ে। দীর্ঘ বিচারক প্রক্রিয়া শেষে আজ মঙ্গলবার ঝিনাইদহের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌশুলী অ্যাড: বজলুর রহমান জানান, বিজ্ঞ আদালত দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে সাক্ষ্য প্রমাণ যাচাই-বাছাই করে ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

এই মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাড: নেকবার।

ভুক্তভোগী নারী গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, বিচার চাইতে গিয়ে ফরিদ চেয়ারম্যানের লালসার শিকার হন তিনি। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে চেয়ারম্যান নরহরিদ্রা গ্রামে তার নিজ বাড়িতে ডেকে নেন। গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে তাকে দুইতলার একটি কক্ষে নিয়ে যান এবং নেশা জাতীয় কিছু সেবন করিয়ে ফরিদ ধর্ষণ করেন।

মেহেরপুর শহরে প্রকাশ্যে দিবালোকে ব্যবসায়ীর গোডাউন ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুর শহরে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাড়ি দখল ও প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের বীজ লুটপাট করার অভিযোগে এনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে সওদাগর নামের এক ব্যক্তি।

ঘটনাটি মেহেরপুর শহরের ফৌজদারি পাড়া এলাকায় ঘটেছে।

সওদাগরের লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, জনৈক আনোয়ারা খাতুনের কাছ থেকে প্রায় ৯ বছর আগে সাড়ে তিন কাটা জমি রেজিস্ট্রি ও দেড় কাঠা জমি বাইনা নামা সূত্রে কিনে সেখানে গোডাউন নির্মাণ করে কফিসহ অন্যান্য সব্জী বীজের ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। চলতি মৌসুমে প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন সব্জী বীজ সেখানে মজুদ করা হয়েছে।

গত ২৩ মে রাত আনুমানিক ৯.৪০ মিনিটের দিকে শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার মোসির ছেলে শহিদুল ইসলাম (৫০), মুখার্জিপাড়া এলাকার মুনতাজ আলীর ছেলে সুজন আলী (৪০), মো: জীবন (৩৫), শুভ (৩২). ফৌজদারিপাড়া এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে রুবেল (৪০) তার স্ত্রী দুলালী (৩৫), রবির ছেলে ডালিম (৪০), জলিলের ছেলে রকি (৩৫), ক্যাশবপাড়া এলাকার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী ছবি খাতুন (৪৫)সহ প্রায় ১০/১২ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি প্রকাশ্যে দিবালোকে সন্ত্রী কায়দায় গোডাউনে হামলা করে। গোডাউনের তালা ভেঙ্গে তারা প্রায় এক কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের কফিসহ অন্যান্য সব্জী বীজ লুট করে। এছাড়া প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অন্যান্য বীজ বিনষ্ট করে। পরে খবর পেয়ে গোডাউনের সামনে যেতেই লুটপাটের এসব চোখে পড়ে বিবাদী সওদাগর আলীর।

সওদাগর বলেছেন, জমি সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই প্রতিপক্ষরা আমার গোডাউন লুট করেছে। তিনি অভিযোগে আরো বলেছেন, এসময় তাদের বাঁধা দিতে গেলে প্রতিপক্ষরা আমাকে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছে। এছাড়া এই বিষয়ে আইনে গেলেও আমাকে খুন জখম করবে বলে হুমকি দিয়েছে তারা।

তিনি গোডাউন ভাংচুর ও লুটপাটের বিচার দাবী করেছেন প্রশাসনের কাছে। বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর শহরে শুরু হয়েছে নানা সমালোচনা। মেহেরপুর সদর থানা থেকে সামান্য দুরে প্রায় ঘন্টাব্যাপি প্রকাশ্যে দিবালোকে এ ধরনের ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটলেও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেননি বলে অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়ার সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, “অভিযোগ হয়েছে কিনা এটা আমার জানা নেই”। তিনি আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ফোনটি কেটে দেন।

কুষ্টিয়ার শ্রেষ্ঠ ওসির পুরষ্কার পেলেন শেখ সোহেল রানা

কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নির্বাচিত হয়েছেন কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা।

আসামী গ্রেফতার, ওয়ারেন্ট নিস্পত্তি, মাদক উদ্ধার, মামলা নিস্পত্তি এবং থানা এলাকার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখায় তাকে এ পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়।

শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হওয়ার পর অভিব্যাক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, এ পুরষ্কার আমার আগামীতে কাজের গতি বাড়িয়ে দিলো। এতে আমার দায়বদ্ধতা আরও বেড়ে গেল।

কুষ্টিয়ার ৭ সাতটি থানার মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের দুয়ারে আইনি সেবা পৌঁছে দেওয়াসহ আসামি গ্রেফতার ও সামগ্রিক পারফরম্যান্স বিবেচনায় গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

রবিবার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে পুলিশের মাসিক কল্যান সভায় তার

হাতে পদক তুলে দেন পুলিশ সুপার এ এইচ এম আবদুর রকিব, বিপিএএ, বিপিএম, পিপিএম(বার) (অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত)।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্টরা।

জেলা পুলিশের শ্রেষ্ঠ ওসি নির্বাচিত হওয়ায় কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, যে মানদণ্ডে আমাকে পুরস্কৃত করা হলো তাতে আমার কর্মক্ষেত্রে ও সাধারণ মানুষের দুয়ারে আইনি সেবা পৌঁছে দেওয়ার দায়বদ্ধতা বেড়ে গেল।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া হলদেপাড়ায় ৬ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ধলা পুলিশ ক্যাম্প।

আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) আশরাফুল ইসলাম।

গতকাল শনিবার দুপুরে গাড়াবাড়ীয়া হলদেপাড়াতে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে, এ এস আই অমল চন্দ্র মন্ডল ও এ এস আই শামছুর রহমান সঙ্গিও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।আটক কৃতরা হলেন, মোঃ কাজেম আলীর ছেলে মমিন ইসলাম (১৯) ও মোঃ আইয়ুব আলীর ছেলে বাদশা মিয়া (২৬) কে ৬ গ্রাম হেরোইন সহ আটক করা হয়।

তারা দুজনেই চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, প্রকাশ্যে হেরোইন বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাদের দুজনকে আটক করে, দেহ তল্লাশি করে ৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) আশরাফুল ইসলাম জানান, মাদক বিক্রির সময় হাতে নাতে তাদের আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ১০ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ২

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে দশ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে ঝিনাইদহ র্যাব ৬ এর সদস্যরা।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার দুই জন হলো-কুষ্টিয়া ইবি থানার আবদালপুর গ্রামের আকবার মন্ডলের ছেলে আরশাদ আলী মন্ডল (৬০) ও আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের সুজন আলী (৩৫)।

তারা দুজন উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পাইকারি ও খুচরা মাদকদ্রব্য সরবরাহ করে আসছিলেন বলে জানান র্যাব কর্মকর্তারা।

মামলার এজাহার সূত্রে জানাযায়, আজ শুক্রবার বেলা ১২ টার দিকে আসামিরা গাঁজা নিয়ে মধুপুর গ্রামের ব্যবসায়ী সুজনের বাড়িতে বিক্রয়ের উদ্দেশে অবস্থান করছে। এমন খবর পেয়ে সেখানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। র্যাবের উপস্থিত টের পেয়ে তাঁরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। র্যাব সদস্যরা তাদের ধাওয়া করে আটক করে। পরে তাদের দেওয়া স্বীকারোক্তিতে প্লাস্টিক ব্যাগে করে আনা দশ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গনি মিয়া বলেন, র্যাব সদস্যরা সংশ্লিষ্ট মামলার পর থানায় হস্তান্তর করেছে। আামীকাল শনিবার সকালে আদালতের মাধ্যমে তাদের জেল হাজতে পাঠানো

হবে।

কলকাতায় খু*ন হলেন এমপি আনার, দেশে গ্রেপ্তার ৩

চিকিৎসার জন্য ভারতে গিয়ে নিখোঁজ ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার। কলকাতার একটি বাসায় ‘পরিকল্পিতভাবে খুন’ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি বলেছেন, ভারতীয় পুলিশের কাছ থেকে এ বিষয়ে তথ্য পওয়ার পর বাংলাদেশের পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের তিনবারের সংসদ সদস্য আনার কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। গত ১১ মে তিনি দর্শনা-গেদে সীমান্ত দিয়ে চিকিৎসার জন্য ভারতে যান।

কলকাতায় পৌঁছে তিনি ওঠেন তার বন্ধু, বরাহনগরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী গোপাল বিশ্বাসের বাড়িতে। কিন্তু ১৬ মে থেকে তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারছিল না বলে জানান তার পরিবার।

আনার নিখোঁজ জানিয়ে ১৮ মে বরাহনগর থানায় জিডি করেন বন্ধু গোপাল বিশ্বাস। সেখানে বলা হয়, ১৩ মে দুপুরে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি। তবে তার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে আসা এক বার্তায় বলা হয়, তিনি দিল্লি যাচ্ছেন।

এদিকে আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডোরিন পরে ঢাকায় গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার বাবার নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি জানান।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পরের কয়েক দিনে দুই দেশের পুলিশের মধ্যে যোগাযোগের পর বুধবার সকালে কলকাতার সংবাদমাধ্যমে আনারের খুন হওয়ার খবর আসে। বলা হয়, নিউ টাউন এলাকার সঞ্জিভা গার্ডেন নামের বিলাসবহুল একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে পাওয়া গেছে

বাংলাদেশের এ সংসদ সদস্যের লাশ।

ভারতে তার মরদেহ উদ্ধারের সংবাদ পাওয়ার পর তার দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত শত শত মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এমপি আনার জেলার কালীগঞ্জ শহরের ভূষণ রোড়স্থ বাড়িতে বসবাস করতেন। তার দুই মেয়ে স্ত্রী রয়েছে।

এমপির নির্বাচনী এলাকা কালীগঞ্জ উপজেলার ১নং সুন্দরপুর দূর্গাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ওহিদুজ্জামান ওদু বলেন, আমরা তার মৃত্যু সংবাদ শুনে রাজনৈতিক কার্যারয়ের সামনে এসেছি। তার মৃতদে ভারতে পাওয়া গেছে। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা বলতে পারছিনা। এমপির সাথে কারো কোন বিরোধ ছিল না। যা ছিল তা খুবই সামান্য কিন্তু তার জনপ্রিয়তা ছিল অনেক। তিনি বলেন তার পরিবার ঢাকাতে অবস্থান করবেন। তারা ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে রওয়া দিয়েছেন। তারা আসলে আরো কিছু জানা যাবে।

তিনি বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে এমপির মরদেহ দেশে আনা হবে। আমরা এখন মরদেহের জন্য অপেক্ষা করছি।

ভারতে পৌছে পশ্চিমবঙ্গে বরাহনগর থানার অন্তর্গত মন্ডলপাড়া লেনে গোপাল বিশ্বাস নামে পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়িতে ওঠেন। পরের দিন ১৩ মে ডাক্তার দেখানোর জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ১৫ মে বরাহনগরের বাসিন্দা গোপাল বিশ্বাসের হোয়াটস এ্যাপে ম্যাসেজ করে জানান তিনি দিল্লি যাচ্ছেন। ১৬ মে এমপির ব্যক্তিগত গাড়ি চালক তরিকুল ইসলামের ব্যক্তিগত মুঠোফোনেও একটি ম্যাসেজ পাঠিয়ে জানান দিল্লি যাওয়ার কথা। এরপর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান আনোয়ারুল আজিম আনার। এরপর থকে পরিবার ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাকে ফোনে বা কোনো মাধ্যমে না পেয়ে বিষয়টি সরকারের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে জানান উদ্বিগ্ন এমপি পরিবার। এমপি আনোয়ারুল আজিম আনারের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে ১৮ মে থানায় একটি মিসিং ডাইরি করেন এমপি’র পরিচিত ভারতের বরাহনগরের বাসিন্দা গোপাল বিশ্বাস।

আনোয়ারুল আজীম আনার ঝিনাইদহ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য। তিনি ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে টানা ৩ বার আওয়াামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। দির্ঘ দশ বছর হলো তিনি এলাকার উন্নয়নে কাজ করছেন। সাংসদ হিসাবে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য তার বেশ সুনাম রয়েছে। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকার গ্রামে

গ্রামে গিয়ে মানুষের সাথে দেখা করে সমস্যা শোনেন ও সমাধান করেন। তিনি চলাচলের সময় কোন পুলিশ প্রটোকল ব্যবহার না করে একা একা চলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। সবথেকে আলোচিত বিষয় তার নির্বাচনী এলাকায় যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার বাড়িতে যান এবং শোকার্ত পরিবারকে শান্তনা দেন। এমনও হয়েছে তিনি একদিনে ১০ জন মৃত্যু ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করেছেন। এ পর্যন্ত তিনি পাঁচ সহাস্রাধিক মৃতু ব্যক্তির দোয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। যা দেশের একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিরল।

এদিকে বুধবার সকালে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে আনারের খুন হওয়ার খবর আসে। তারপর দুপুরে ঢাকার ধানমন্ডিতে নিজের বাসায় পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল। বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে এসে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, যতটুকু তথ্য তারা পেয়েছেন, তাতে বাংলাদেশের লোকজনই এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত। তিনজনকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি আরো কয়েকজনকে খোঁজা হচ্ছে।

“আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে আনোয়ারুল আজীমকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। ভারতের পুলিশ আমাদের যে তথ্য দিয়েছে, সে তথ্য অনুযায়ী আমাদের পুলিশ যারা খুন করেছে বা খুনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, আমরা যাদের সন্দেহ করছি, তাদের মধ্য থেকে তিনজন অপরাধীকে পুলিশ ধরেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

আনারের বন্ধু গোপাল বিশ্বাসও বলেন, তিনি যে জিডি করেছিলেন, তার তদন্ত কর্মকর্তা শুভেন্দু গোস্বামী সকালে তাকে ফোন করে আনারের লাশ উদ্ধার করার কথা জানিয়েছেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আমরা যতটুকু খবর পাচ্ছি, সে অনুযায়ী আমরা তদন্ত করছি” আনোয়ারুল আজীম আনার যে এলাকার সংসদ সদস্য ছিলেন, ঝিনাইদহ সীমান্তবর্তী ওই এলাকাটি একটি ‘সন্ত্রাসকবলিত’ এলাকা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনন্ত্রী বলেন“আনোয়ারুল আজীম এবারও ওই এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। চিকিৎসার জন্য যাওয়ার (কলকাতায়) পর ওই ঘটনা ঘটে। আমাদের পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে। আমরা শিগগিরই এই খুনের মোটিভ কী ছিল তা আপনাদের জানাতে পারব। ভারতের পুলিশ আমাদের সব ধরনের সহযোগিতা করছে।”

মন্ত্রী আরও বলেন, সংসদ সদস্য আনারের খুন হওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ভারতের পুলিশের সঙ্গে কাজ করছে

বাংলাদেশ পুলিশ।
“তদন্ত শেষ হলে আপনাদের সবাইকে জানানো হবে তিনি কেন খুন হয়েছেন, কে কে খুন করেছে, কী ধরনের অস্ত্র দিয়ে খুন হয়েছেন।”

বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য ভারতে গিয়ে খুন হলেন, এ ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরবে কিনা এমন প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, “ঘটনার পর থেকে ভারত আমাদের সব ধরনের সহযোগিতা করে আসছে। এখানে সম্পর্কে ফাটল ধরার মত কোন কিছু হয়নি। কারণ হত্যায় যুক্তরা সবাই বাংলাদেশি, এখানে কোনো ভারতীয় নেই।”

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ঢাকার পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমানও ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্রিফিংয়ের কিছুক্ষণ পর ঢাকায় গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এমপি আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডোরিন।

তিনি বলেন, “আপনার সবাই ইতোমধ্যে জেনেছেন যে আমার বাবাকে হত্যা করা হয়ছে, এজন্য আমি ডিবি কার্যালয়ে এসেছি। এই মামলার মোট আসামি ৫ জন, ৩ জনকে ধরেছে। বাকিদের ধরার চেষ্টা করছে। সব বিষয়ে জানতে এবং মামলা করতে এসেছি।”

এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানান এমপি’র মেয়ে ডোরিনের, তিনি বলেন, “ডিবির সব কর্মকর্তা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন আসামিদের ধরার ব্যাপারে। আন্তরিকতার সঙ্গে তারা সহযোহিতা করছেন। আমি বাবা হত্যার বিচার চাই। খুনিদের শাস্তি দেখতে চাই। প্রকাশ্যে তাদের মৃত্যু দেখতে চাই।”

কাউকে সন্দেহ করছেন কি না এ প্রশ্নে এমপি আনারের মেয়ে বলেন, “আমি চিনি না। কিন্তু তাদের চিনতে চাই। কাউকে আমি সন্দেহ করছি না। কিন্তু খুনিদের পরিচয় জানতে চাই। তারপর আমি আমার সন্দেহের কথা প্রকাশ করব।”

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আনসার-ভিডিপি’র ব্রিফিং

আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ। গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজেলায় ১০৭টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা তাদের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভোট কেন্দ্র ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভোটদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গাংনী উপজেলা মোট ১ হাজার ৪৭২ জন সদস্য মোতায়েন করেছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় মোট ১৩ জন বা ততোধিক আনসার ও ভিডিপি সদস্য ১৭ মে থেকে অঙ্গীভূত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের মধ্যে একজন প্লাটুন কমান্ডার (পিসি) ও দুইজন সহকারী প্লাটুন কমান্ডারের (এপিসি) নেতৃত্বে ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা আনসার-ভিডিপি সদস্য রয়েছেন। কোনো কেন্দ্রে বুথ সংখ্যা ৬টির বেশি হলে বুথ প্রতি অতিরিক্ত আরও একজন করে আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পিসি ও এপিসিগণ (৩ জন) অস্ত্রসহ এবং আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাগণ লাঠিসহ ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন।

তিনি আরও বলেন, ১ম ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অত্র জেলার দু’টি উপজেলায় প্রায় দুই হাজার জনবল অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সহিত দায়িত্ব পালন করেছেন। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এবারও আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলার সদস্য-সদস্যাগণ নির্বাচনি বিধি মেনে দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর।

আলমডাঙ্গায় নকল স্যালাইন বিক্রির অপরাধে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

নকল ওরস্যালাইন বিক্রির অপরাধে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ও হাটবোয়ালিয়া এলাকায় অভিযান চালান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সহল আহমেদ।

অভিযানে সার-কীটনাশক, মুদি দোকান, স্যালাইনসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করেন তিনি।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, ভাংবাড়ীয়া এলাকায় মেসার্স মারিফুল স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিকালে এসএমসির ওরস্যালাইন এন-এর নকল স্যালাইন বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এসময় প্রায় ১ কার্টুন (৫০০ প্যাকেট) নকল স্যালাইন জব্দ করা হয়। এছাড়া অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রয় ও সারের ক্রয়-বিক্রয় রসিদ সংরক্ষণ না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো. মারুফুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪১ ও ৪৫ ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মারুফুলকে নিয়ে তার দেওয়া তথ্যমতে নকল ওরস্যালাইন-এর সাপ্লায়ার মেসার্স লিটন স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়। তবে প্রতিষ্ঠানটির মালিক লিটনুজ্জামান প্রথমে নকল স্যালাইন বিক্রয়ের বিষয়টি অস্বীকার করেন। পরে তার বাড়ি ও গোডাউন তল্লাশি করতে চাইলে এক পর্যায়ে তিনি নকল স্যালাইন বিক্রয়ের বিষয়টি স্বীকার করেন।

পরে তার দেওয়া তথ্যমতে তার বাড়ি থেকে ৬ কার্টুন (৩ হাজার প্যাকেট) নকল এসএমসির ওরস্যালাইন এন জব্দ করা হয়। নকল ভেজাল স্যালাইন বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক লিটনুজ্জামানকে ৪১ ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং জব্দ করা নকল স্যালাইন আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, সবাইকে যথাযথভাবে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। প্রতিনিয়ত জেলার বিভিন্ন স্থানে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এসময় কোনো পণ্য ক্রয়ের আগে ভালো করে যাচাই-বাছাই করে কেনার জন্য ভোক্তাদের অনুরোধ করেন। অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।

গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর রবিউল গ্রেফতার

পুলিশের দায়ের করা নাশকতা মামলায় আদালতের পরোয়ানাভুক্ত আসামি গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে গাংচিল থানা পুলিশ।

ডাক্তার রবিউল ইসলাম গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি বড়বামন্দী গ্রামের মৃতু আব্দুর রউফের ছেলে।

আজ রবিবার (১৯ মে) সকালের দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম তার গাংনী দাশপাড়া এলাকার নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। রবিউল ইসলামের নামে ৩০/২২ মামলায় আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, নাশকতা মামলায় আদালত রবিউল ইসলামের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার নির্দেশ দিলে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আজ রবিবার (১৯ মে) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।